(All rights reserved.)

সত্যনারায়ণ পাঁচালী

মনোহর ফাসরার পালা।

নীহার প্রেস হইতে প্রকাশিত।

CONTAI

BENGAL LIBRARY
1 SEP 1926
WRITERS' BUILDING
CALCUTTA.

দশম সংস্করণ।

কাঁথি, নীহার প্রেসে
শ্রীমধুসূদন জানা দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১৩৩৩ সাল।

মূল্য—/১০ দেড় আনা।

নং 8
B 1: 275
2. Mc. 926. 15
(All rights reserved.)

সত্যনারায়ণ পাঁচালী

মনোহর ফাসরার পালা।

নীহার প্রেস হইতে প্রকাশিত।

Midnapur
7. 7. 26
BENGAL LIBRARY
1 SEP 1926
WRITERS' BUILDINGS
CALCUTTA.
(20)

দশম সংস্করণ।

কাঁথি, নীহার প্রেসে
শ্রীমধুসূদন জানা দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১৩৩৩ সাল।

মূল্য—/১০ দেড় আনা।

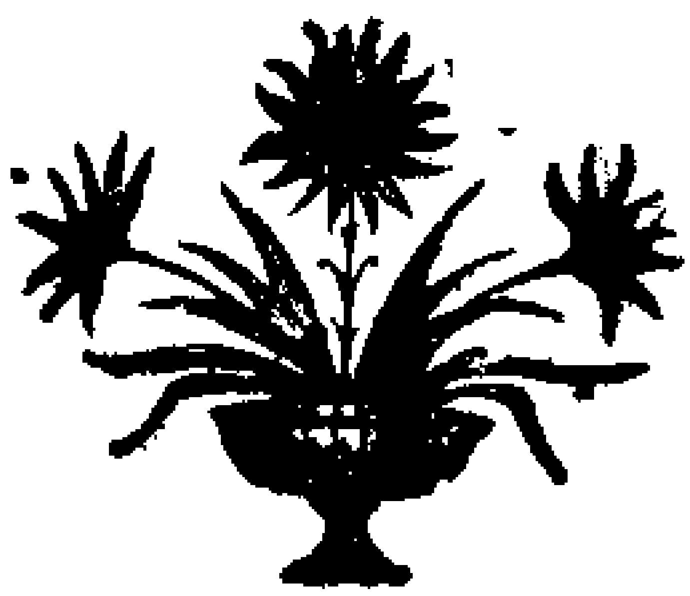

সত্যনারায়ণ পাঁচালী

মনোহরফাসরার পালা।

বন্দনা।

প্রণমহ বাগেশ্বরী দেবী সরস্বতী। যাঁহার কৃপায় জীবের ঘু[illegible]ন ভ্রান্তি ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বন্দি এক মনে। দেবতা তেত্রিশ কোটী বন্দি সাবধানে ॥
দক্ষের নন্দিনী বন্দি দক্ষরাজ সুতা। গণেশ কার্ত্তিক বন্দি বিষহরি মাতা ॥
পাতালে বাসুকী বন্দি যত নাগগণে। সিদ্ধঋষি ব্যাস বন্দি আর মুনিগণে ॥
একমনে বন্দিলাম ঈশ্বর চরণ। যাঁহার প্রসাদে দেখি মরত ভুবন ॥
পিতা মাতা বন্দিলাম যোড় হস্ত হৈয়া। শিক্ষাগুরু বন্দিলাম মাথা নোয়াইয়া ॥
কিঞ্চিত বন্দনা করি আরম্ভেতে পুথি। কি জানি অজ্ঞান আমি অতি মূঢ়মতি ॥
একমনে শুন সবে পীর গুণ গান। যে গান শুনিলে হয় দুঃখ অবসান ॥

বিদ্যাধরের পাটনে আগমন।

সত্যপীর সাহেব যে এক্লেক খোদায়। দুনিয়ার পীর যত বসিয়া মকায় ॥
মহেশ্বরী পুরে ঘর রাজা ভোজপতি। দুই পুত্র গৃহে নাই অতি দুঃখ মতি ॥
জন্মাবধি দুই পুত্র গিয়াছেন বন। পুত্র শোকে কান্দে রাজা রাণী দুইজন ॥
কান্দিয়া সে সত্যপীরে করিছে কামনা। পুত্র গৃহে এলে দিব স্বর্ণ আস্তানা ॥
এইরূপে কষ্টে বঞ্চে দিবস রজনী। হেনকালে আচম্বিতে হৈল দৈববাণী ॥
ফিরাইনু বন হৈতে তোমার নন্দন। শুনি আনন্দিত হল ভূপতির মন ॥
রাণীরে ডাকিয়া বলে পুরিল কামনা। সত্যপীরে দিব আমি স্বর্ণ আস্তানা ॥
এত বলি মহারাজা আনন্দিত হৈয়া। অনুচরগণে রাজা কহিল ডাকিয়া ॥
শুন শুন দূতগণ বলি যে সবারে। আমার আজ্ঞায় যাও কলিঙ্গ নগরে ॥

শঙ্খদত্ত নামে সাধু সেই দেশে ঘর। তাহার কুমার আছে নামে বিদ্যাধর॥
এত শুনি আনন্দেতে চলিল কোটাল। কলিঙ্গেতে উপনীত তৎকালে হইল॥
সাধুকে দেখিয়া কোটাল করিল সেলাম জিজ্ঞাসিল সাধু পুত্র কি তোমার নাম
রূপসিংহ মেরা নাম নিবেদি হুজুরে। রাজ আজ্ঞা হইয়াছে লইতে তোমারে॥
এত শুনি বিদ্যাধর সাজন করিল। হস্তী ঘোড়া ঠাট কত সঙ্গেতে চলিল॥
মহেশ্বরীপুরে গিয়া হৈল উপনীত। রাজার চরণে গিয়া করে দণ্ডবত॥
সাধুকে দেখিয়া রাজা বলেন সত্বর। শুনহে সাধুর পুত্র মোর সমাচার॥
কতবার তব পিতা রাখিয়াছে মান। এইবার যেতে হল নিশ্চয় পাটন॥
সপ্তম পুরুষ [illegible] থাক এই দেশে। তুমি আছ বলি কোন সাধু নাই [illegible]॥
আমার কারণে বাছা পাটনেতে যাবে। সুবর্ণ আস্তানা মম তুমি এনে দিবে॥
ছয় শত টাকা লও আপনার তরে। এক শত টাকা লও খরচ খাতিরে॥
মথুরা নগরে যেন রাজা কংশাসুর। অক্রুর বিদায় দিল যেতে গোপপুর॥
চলিল অক্রুর মুনি কংশের বচনে। আনন্দেতে যায় সেই রাস বৃন্দাবনে॥
তেমতি রাজার কাছে মাগিয়া বিদায়। সাত শত টাকা লয়ে সাধু গৃহে যায়॥
বিধবা জননী তার আছে নিজ বাসে। চলিলেন সদাগর মায়ের উদ্দেশে॥
কৈকেয়ীর শঠতাতে রাজার বচনে। বিদায় মাগেন রাম যেতে ঘোর বনে॥
পাঁচ বৎসরের ধ্রুব মধুবনে যেতে। বিদায় মাগেন যেন জননী সাক্ষাতে॥
সেইমত সদাগর মাগেন বিদায়। শোকাকুলা সুভদ্রা সে গড়াগড়ি যায়॥
দাও মা বিদায় মোরে বলে সদাগর। ছয় মাসে উত্তরিব আপনার ঘর॥
এইমত সদাগর মায়ে প্রবোধিল। বহু কষ্টে যেতে মাতা অনুমতি দিল॥
যুগল কিঙ্করে সাধু ডাকে ত্বরা করি। বিচিত্র একটী রথ আন সাজ করি॥
এত শুনি দুই জন সত্বর চলিল। বিচিত্র একটী রথ সম্মুখে আনিল॥
চন্দন কাঠের চাকা লাগিয়াছে ছয়। বিনোদ পাটের থোপা কেরা কেরা তায়
রথের উপরে সাধু বিছানা পাতিয়া। আশে পাশে সুন্দর বালিশ রাখে লইয়া॥
উপরে ধবল ছাতা অতি মনোহর। বিচিত্র পাটের থোপা ঝুলে থর থর॥
জননীর পায় সাধু প্রণাম করিল। সজল নয়নে মাতা আশীষ করিল॥
জননীর পদধূলি লইয়া মস্তকে। রথের উপরে সাধু বসিল কৌতুকে॥
ডাইনে কনক ঝারি কি দিব তুলনা। বামেতে তাম্বুল বাটা জিনি কাঁচা সোণা

সারথি চালায় রথ দেখাইয়া পথ। রুক্মিণীর দেশে যায় সদাগরের রথ॥
পশ্চাৎ করিয়া সাধু আপনার দেশ। মলুক মঙ্গলপুরে করিল প্রবেশ॥
চন্দন রাজার দেশ পশ্চাৎ করিয়া। কুরঙ্গী মহেশপুরে প্রবেশিল গিয়া॥
ভল্লুকের দেশ সাধু করিয়া পশ্চাৎ। উত্তরিল গিয়া সাধু যে দেশে ডাকাত॥
মনোহর ফাসরার ঘর সে দেশে আছয়। এক কন্যা আছে তার পুত্র জন ছয়॥
ডাকাত সে ছয় ভাই বড়ই সেয়ান। নিমিষে ভ্রমিতে পারে এই ত্রিভুবন॥
এক কন্যা আছে তার নাম রত্নকলা। পুরুষ নাশিনী কন্যা জানে নানা ছলা॥
বিচিত্র বসন সদা পরা আছে তার। দিনে যোলবার বাঁধে কুন্তল তাহার॥
শুন সবে এক মনে সত্যপীর কথা। সর্ব্ব দুঃখ নাশ যায় শুনে যেই গাথা॥

রত্নকলার পূর্ব্বজন্ম বিবরণ।

——:০:——

রত্নকলা নাম তার ফাসরার বেটী। নানা রত্নে বিভূষিত গলে হেম কাটি॥
প্রথম যৌবনে তার রূপ চন্দ্রকলা। বাসবের নারী প্রায় কণ্ঠে মুক্তামালা॥
অহল্যা দ্রৌপদী কিম্বা মদনের রতি। কিবা সে কৃষ্ণের প্রিয়া নারী জাম্বুবতী॥
পূর্ব্বে সেই কন্যা ছিল বাদ্যবাদিনী দাসী। শাপে ডাকাতের ঘরে জন্ম হল আসি॥
সমুদ্রের বালি গণে আকাশের তারা। চমৎকার শিখিয়াছে পুঁজি সারাৎসারা॥
ধন লয়ে যেই জন সেই দেশে যায়। অঙ্গুলী গণিয়া কন্যা বাপেরে জানায়॥
ফাসরা আনায় ঘরে জামাতা বলিয়া। নয়ন কটাক্ষে রামা রাখে ভুলাইয়া॥
দধি দুগ্ধ পায়সাদি করায় ভোজন। শয্যা কাটা ঘর দেয় শয়ন কারণ॥
শ্বশুরের ঘর বোলি সুখে নিদ্রা যায়। সুবেশ করিয়া বুড়া বেটীরে পাঠায়॥
পুরুষ ঘাতিনী কন্যা জানে নানা ছলা। শয্যায় বসিয়া তার ঘরে কাটে গলা॥
এইরূপে কত শত সাধুরে বধিল। তার ধন ভাণ্ডারেতে পুরিয়া রাখিল॥
ধন সংখ্যা নাহি তার দিনে জ্বলে বাতি। সতত ফাসরা পরে গানস্রোতে ধুতি॥
পাশিকোটের শাল গায় ছয় পুত্র সাথে। তিন প্রস্থ প্রাচীর তার বেটীর কৃপাতে॥
বেটীর কড়িতে বুড়া করে রাজভোগে। পীরের কাহিনী সবে শুন মনযোগে॥

ফাসরার দ্বারে সাধুর আগমন।

—:০:—

পথেতে গমন করে সাধু বিদ্যাধর। অঙ্গুলী গণিয়া কন্যা জানায় খবর॥
এক সদাগর আইল কলিঙ্গ হইতে। মাণিক সফরে যায় আস্তানা কিনিতে॥
আজ যদি সাধুরে মহলে আন গিয়া। ছয় শত টাকা দিব প্রভাতে গণিয়া॥
শুনি রত্নকলা কথা মনোহর ফাসরা। ধন্য ধন্য রত্নকলা জ্যোতিষ তৎপরা॥
সাধুরে আনিলে যদি টাকা কড়ি পাব। দেখিয়া উত্তম পাত্র তোরে বিভা দিব
দাস দাসী যৌতুক দিব বহু মূল্য ধন। নানা অলঙ্কার দিব না যায় গণন॥
ফাসরার পুত্র শ্রেষ্ঠ গোবিন্দ ফাসরা পিতা হইতে কোন গুণে পুত্র নহে হারা
বঞ্চনাতে শ্রেষ্ঠ তারা ছয় জন ভাই। সাধুরে আনিতে তারা বলে চল যাই॥
ব্যাঘ্র যেন গর্জ্জে কোন শীকার দেখিয়া। সেইমত সদাগরে ঘেরিলেক গিয়া॥
রথটী লইয়া যায় সাধু বিদ্যাধর। পথ মধ্যে ছয় ভাই রহে থর থর॥
সাধুকে দেখিয়া বলে কি নাম তোমার। কোন দেশ হ'তে এলে কাহার কুমার
সুভদ্রা মায়ের নাম কলিঙ্গে বসতি। বিদ্যাধর নাম মম গন্ধবেণে জাতি॥
এত শুণি ছয় জন বলয়ে তখন। সত্য সত্য এই সাধু ভগ্নীপতি হন॥
আড়াই বৎসর যবে ভগিনী আমার। সপ্তম বৎসর সাধু বয়স তোমার॥
সেকালে করিয়া বিভা গেলে হে ছাড়িয়া। দ্বাদশ বৎসর গত না এলে ফিরিয়া॥
সাধু বলে হেন কথা কহ কি কারণে। বিবাহ না হয় মোর এ পর্য্যন্ত জ্ঞানে॥
গোবিন্দ জয়ন্ত আর গোপাল মোহন। মোর বাক্য রাখ বলে হরি জনার্দ্দন॥
এইরূপে বলে তারা ভাই ছয় জনে। শিশুকালে হলে বিভা নাহি পড়ে মনে॥
সাধু বলে যদি বিভা হয়েছে আমার। কি জন্য জননী না বলেন একবার॥
ডাকাতের ছয় বেটা কহে তারে ছলে। নাহি বলে তব মাতা দূর দেশ বলে॥
তুমি মরিয়াছ বলি এল সমাচার। পাবকে মরিতে যায় ভগিনী আমার॥
প্রবোধিয়া মোরা সবে রাখিয়াছি বাসে। সেই হ'তে ফিরি মোরা তোমার উদ্দেশে
বিধির ঘটনে আজ পাইলাম দেখা। এতদিন পরে ভাগ্যে সুখ ছিল লেখা॥
পেয়েছি তোমার দেখা ছাড়িয়া না দিব। যেবল সেবল তুমি গৃহে লয়ে যাব॥
লাগিল পীরের মায়া সাধু বিদ্যাধরে। সদাগর ভাবে মনে সত্য হ'তে পারে॥

কমলের ফুল দেখি ভুলিল ভ্রমর । ভুলিয়া চলিল সাধু না করিল ডর ॥
উষা রূপে অনিরুদ্ধ ভুলিল যেমনি । সেইরূপ ভুলিলেন সাধু গুণমণি ॥
ভুলিয়া চলিল সাধু ডাকাতের ঘরে । মনোহর ফাসরা বুড়া বসিয়া দুয়ারে ॥
ছয় ভাই বলে শুন সাধুর তনয় । দ্বারেতে বসিয়া আছেন পিতা মহাশয় ॥
লঘু গুরু জ্ঞান আছে সংসারের মত । শ্বশুর বলিয়া আগে কর দণ্ডবত ॥
ফাসরার ছয় পুত্র সাধুকে লইয়া । সদর মহল মধ্যে উত্তরিল গিয়া ॥
সাধুকে দেখিয়া ফাসরার আনন্দ অপার । পীরের লীলার কথা শুন এইবার ।

ফাসরার সহিত সাধুর কথোপকথন ॥

প্রণাম করিল সাধু ফাসরার পায় । কান্দিয়া ফাসরা ধরে সাধুর গলায় ॥
আহা মরি বুলি মুখে চুম্ব দিয়া বলে । তোমার লাগিয়া মোরা পুড়ি শোকানলে
আড়াই বৎসর যবে দুহিতা আমার । সপ্তম বৎসর বাপু বয়স তোমার ॥
ছেড়ে গেলে সেই কালে বিবাহ করিয়া । দ্বাদশ বৎসর তত্ত্ব না লও ফিরিয়া ॥
নাহি হেথা আস তুমি লোক লাজে মরি । লোকের গঞ্জনা আর সহিতে না পারি
যুবতী হইল কন্যা দেখে লাজে মরি । জ্ঞাতি বন্ধু সহিত ভোজন না করি ॥
কহ মোর বেহাই তোমার জন্মদাতা । গৃহের মঙ্গল কহ গর্ভধারী মাতা ॥
কেমনে আছেন কহ করিব শ্রবণ । এত শুনি সদাগর বলিল বচন ॥
ছয় মাস হল স্বর্গে পিতা মহাশয় । পিতৃশ্রাদ্ধ করি আমি নাহিক সময় ॥
বিধবা জননী মোর আছে নিজ ঘরে । রাজার আজ্ঞায় এগু মাণিক সফরে ॥
শুনিয়া ফাসরা বুড়া মাথায় মারে হাত । হায় বেহাই সঙ্গে না হইল সাক্ষাৎ ॥
ক্ষণেক কাঁদিয়া বুড়া পুত্রগণে বলে । জামাতা লইয়া যাও অন্দর মহলে ॥
পথশ্রমে ক্লান্ত বড় সাধুর বদন । সর্ব্বাগ্রে লইয়া কিছু করাও ভোজন ॥
শুনি সদাগর কহে মনে ভয় বাসি । পিতৃদেব শ্রাদ্ধ নাহি হয় ছয় মাসি ॥
কেমনে তোমার গৃহে করিব ভোজন । বুড়া বলে মিষ্টান্নাদি করহ গ্রহণ ॥
বচন না দূর কর আগে যাও ঘরে । শাশুড়ি করিছে সাধ দেখিবার তরে ।
শুনি সদাগর যায় হেট মাথা করি । দেখিতে সক্ট বড় ফাসরার পুরী ॥
রাবণের পুরী হয় স্বর্ণময় লঙ্ক । দেবতা আসিতে নারে মনে করে শঙ্কা ॥

সেইমত পুরী দেখি মানিল বিস্ময়। মনে ভাবে ধনবন্ত শ্বশুর মহাশয়॥
ফাসরার বধূ সব অত্যন্ত দুরন্ত। সাধুরে করায় লজ্জা আগুলিয়া পথ॥
কেহ বলে সাধু দারা পালিবারে নার। তবে কেন লাজ খেয়ে হেন ভিক্ষা কর॥
সাধু বলে তোমরা বলহ অকারণে। কখন হয়েছি বিভা নাহি পড়ে মনে॥
ছয় জন বধূ বলে মনে নাহি ছিল। প্রিয় বুঝি নারী গিয়া স্বপনে কহিল॥
তাইত উদ্দেশ হেতু আসিয়াছ হেথা। লজ্জার জন্যেতে সাধু নাহি তুলে মাথা॥
ফাসরার ছোট বেটা সাধুরে লইয়া। ভিতর মহল মধ্যে উত্তরিল গিয়া॥
রত্নাকলা রামা তথা বড় আনন্দিত। সুবর্ণ আসন লয়ে যোগায় ত্বরিত॥
ঝারি পুরি জল দিল রূপবতী রামা। গোবিন্দ যেমন বশ কৈল সত্যভামা॥
নয়ন কটাক্ষে সাধু হইল মোহিত। পীরের মায়ায় হ'য় সে আত্ম বিস্মৃত॥
স্নান করি ভোজনে বসিয়া সাধু সুত। নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্য খায় মনোমত॥
ভোজন করিয়া সাধু করে আচমন। কর্পূর তাম্বুল দিল মুখের শোধন॥
ফাসরার ছোট বেটা লয়ে সদাগরে। শয়ন করিতে দিল গঙ্গা কাটা ঘরে॥
বিচিত্র পাটের খোপ নেহালি বিছায়ে। আশে পাশে সুরঙ্গ বালিশ রাখে লয়ে॥
উপরে খাটায় পরে নেতের মশারি। বিচিত্র পাটের ঝারা ঝুলে সারি সারি॥
শ্বশুরের ঘর বলি সুখে নিদ্রা যায়। সুবেশ করিয়া বুড়া বেটীরে পাঠায়॥
রত্নাকলা রূপ গাথা শুন এক মনে। আনন্দেতে হরিধ্বনি করহ বদনে॥

রত্নকলার রূপ বর্ণন।

—:*:—

বিদেশী সাধুরে মা করে ক্ষমা। সুবেশ করিল সুন্দরী রামা॥
সুন্দর কবরী আপনি বাঁধে। ললাটে সিন্দুর পূর্ণিমা চাঁদে
তাহাতে বিচিত্র মালতী মালে। দেখে মুনি মন যোগীন্দ্র ভুলে॥
সিন্দুর তিলক পরয়ে হাঁসে। কর্ণেতে ঝুলিছে বিচিত্র শশী॥
খঞ্জন নয়নে অঞ্জন পরে। বিরহী জনার পরাণ হরে॥
কনক চিত্রিত কাঁচলী পরে। হার মুক্তা মালা তার উপরে॥
সহজে অবলা বড়ই নিষ্ঠুর। বধিবার তরে সঙ্গেতে ক্ষুর॥
পরিল কিঙ্কিনী কটির মাঝে। চরণ পদ্মেতে নূপুর বাজে॥

সুগন্ধী চন্দন সহিতে চুয়া। কর্পূর তাম্বুল সহিতে গুয়া॥
কৌটায় পূরিয়া লইল ধনী। গজেন্দ্র গমনে চলে মানিনী॥
গুচ্ছিত কাঁচলী পবন হেলে। থাকুক মানব দেবতা ভুলে॥
অঙ্গ ভঙ্গ করি সুন্দরী যায়। তা রূপ হেরি সবে বস হয়॥

সদাগরের শয্যাতে রত্নকলার গমন।

—:*:—

ভুবন মোহিনী বেশে পুরুষ বিনাশ আশে
যায় রামা করিয়া ছলনা।
সত্যপীর আসমানে সকল ধ্যানেতে জানে
সাধু অঙ্গে পূরিল চেতনা॥
ইন্দ্রের কুমার যেন সাধুর হয়েছে তেন
শুইয়াছে খাটের উপরে।
হেনকালে রত্নকলা লইয়া চন্দন ডালা
হেঁসে রাম যায় ধীরে ধীরে॥
কপাট দুয়ারে আসি মুখে মৃদু মৃদু হাঁসি
সাধুরে করয়ে নিরীক্ষণ।
ধীরে ধীরে আসে ধনী প্রথম নব যৌবনী
রৌদ্রে গলে নবনী যেমন॥
দেখিয়া সাধুর রূপ ধরা নাহি যায় বুক
ঝর ঝর দুনয়নে ঝরে।
কান্দে রামা হেট মাথা ক'রে নাহি কয় কথা
বলে বিধি কি করিল মোরে॥
বৃথা মোর কুল ধর্ম্ম করিলাম কোন কর্ম্ম
বাঁধিলাম কত সদাগরে।
না সেবিনু স্বামী পায় বৃথায় জনম যায়
সবে কলঙ্কিনী বলে মোরে॥

কার ধন খায় কেবা না করিলাম স্বামী সেবা
অকারণে বৃথা দিন যায়।
কোথাকার সদাগর আইল আমার ঘর
দাসী হয়ে সেবি তার পায়॥
এত বলি রত্নকলা লইয়া চন্দন মালা
ভূষণ করিল সাধুর পায়।
রমণীর স্পর্শ পেয়ে হেথা সাধু নিদ্রাঘোরে
চমকিয়া উঠিল শয্যায়॥

রত্নকলার সহিত সাধুর কথোপকথন।

নিদ্রাভঙ্গ পরে সাধুর জাগ্রত হইল। রত্নকলা রূপ হেরি বিস্ময় মানিল॥
সাদরে বলে সাধু শুনহ বচন। বহুদিন পরে ভাগ্যে ঘটিল মিলন॥
প্রাণ খুলে কথা বল প্রাণের ঈশ্বরী। তোমার বিমর্ষ হেরি মরমেতে মরি॥
শুনি রামা রত্নকলা বলেন হাসিয়া। কি ভাবিছ সদাগর শয্যাতে বসিয়া॥
তুমি মনে কর এই শ্বশুরের ঘর। সে সকল মিথ্যা কথা শুন সদাগর॥
সিংহের সদৃশ মম ভাই ছয় জন। বড়ই নিষ্ঠুর হয় জানে সর্বজন॥
মনোহর মোর পিতা ধনলোভী হৈয়া। বিদেশী বণিকে আনে জামাতা বলিয়া॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত করায় ভোজন। এই গৃহখানি দেয় শয়ন কারণ॥
নির্দ্দয় আমার পিতা ধনের জন্যেতে। পাঠাইয়া দেয় মোরে তাহাকে বধিতে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যে এই ত্রিভুবন। আগম নিগম জানি পাঠায় তখন॥
কত সাধু সমাগম নৃপতির সুতে। তা সবারে বিনাশিনু ক্ষুরের আঘাতে॥
তোমারে দেখিয়া মম উচাটিল প্রাণ। দয়া উপজিল মনে কান্দে দুনয়ন॥
তোমার কটাক্ষ ভঙ্গি দেখি আমি ভুলি। হেরিয়া কান্দয়ে মোর নয়ন পুতলি॥
হেন মনে করি সাধ যৌবন পাশরি। ঢালিব তোমার অঙ্গে হেন মনে করি॥
অন্যায় বিলম্ব দেখি বুড়া ক্রোধভরে। গঞ্জনা করয়ে সেই বসিয়া দুয়ারে॥
মাথা খেয়ে মরে মাগো ঝি রত্নকলা। সাধুকে বধিতে কেন এত হল বেলা॥

এবে তুই কুলে কালি করালি আমার। সাধুকে দেখিয়া মন মজিল তোমার॥
কত কথা বল তুমি সাধুরে লইয়া। বাহিরে এস না শীঘ্র রাত্রি গেল বয়া॥
রত্নকলা বলে পিতা বৃথা ক্রোধ কর। নিদ্রা নাই যায় হেথা সাধুর কুমার॥
তিলক বিলম্ব কর সাধু নিদ্রা গেলে। এখনি বধিব আমি তারে অবহেলে॥
কন্যাকে তর্জ্জন করি বুড়া গেল ঘরে। রত্নকলা কহে কথা সাধু বিদ্যাধরে॥
পিতার তর্জ্জন সাধু দেখিলে আমার। এতে কি পরাণ কভু বাঁচিবে তোমার॥
ইহা শুনি সদাগরের উড়িল পরাণি। সূর্য্যের কিরণে যেন মিলায় নবনী॥
শুকাল সাধুর কণ্ঠ বাক্য নাহি মুখে। একদৃষ্টে দাঁড়াইল হাত দিয়া বুকে॥
কতক্ষণে সাধু তারে বলিল বচন। আমার পক্ষেতে কেহ নাহি একজন॥
প্রথমে আদর কর পরম পীরিতে। কি হেতু এক্ষণে বল মারিবে প্রাণেতে॥
স্বামীর সদৃশ করি আনি নিজালয়। এখন বধিলে হবে অধর্ম্ম নিশ্চয়॥
কর্পূর তাম্বুল চুয়া অগুরু চন্দন। আনিয়াছ যতনেতে আমার কারণ॥
এরূপ করুণা করি আমারে বরিলে। কিরূপে বধিবে পুনঃ সদাগর বলে॥
জননীর মাত্র আমি একটী নন্দন। বংশে কেহ না থাকিবে করিতে তর্পণ॥
নিদ্রাকালে কেন নাহি বধ গো সুন্দরী। জাগায়ে প্রাণান্ত কর মন দুঃখে মরি
সারথী ও রথী হেথা নাহিক আমার। কেবল ভরসা রামা আশ্বাস তোমার॥
দাও গো প্রেয়সী অস্ত্র আমার গলাতে। প্রাণে কষ্ট দিয়া পুনঃ বধিবে পশ্চাতে
এতে বলি চাহে সাধু রূপসীর প্রাণে। ঝর ঝর ঝরে বারি দুইটী নয়নে॥
ভেঙ্গেছে ধৈরজপনা বলে রত্নকলা। কাঁদিয়া ধরিল গিয়া সাধু সুত গলা॥
প্রেম ফাঁসে বদ্ধ হয়ে বলে মরি মরি। আমার শকতি কি তোমারে অস্ত্র ধরি

রত্নকলার সহিত সাধুর মিলন।

রত্নকলা বলে প্রভু কর মন স্থির। কিসের জন্যেতে তব অবশ শরীর॥
ভেঙ্গেছে দস্যুতা বৃত্তি তব মুখ হেরি। হইতে তোমার দাসী বাঞ্ছা মনে করি
আমি নারী অভাগিনী জনক অধীন। কত শত সাধু বধে গেল মোর দিন॥
আপনার স্বামী বলে না জানিনু কভু। আমি তব দাসী হই তুমি মম প্রভু॥
দস্যু সুতা বলে প্রভু ঘৃণা নাহি কর। আমার ক্ষুরেতে তুমি আমারেই মার॥

আমার বচন প্রাণ শুন প্রিয়তম। যে উপায়ে উভয়েতে করিব গমন॥
পাটন হইতে যবে ফিরে যাবে ঘরে। আসিবার কালে এস আমার নগরে॥
মোরে সঙ্গে লয়ে যাবে নিজ নিকেতন। অভাগীর মনোবাঞ্ছা করিবে পূরণ॥
সাধু বলে এই সত্য করি অঙ্গীকার। লইব তোমারে সঙ্গে দিব্য দেবতার॥
এখন করিনু সত্য তোমার গোচর। সত্য করি কহ তুমি আমার নিস্তার॥
রত্নকলা বলে প্রভু রজনী প্রভাতে। পিতারে বিদায় মাগ পাটন যাইতে॥
পাটন হইতে আমি আস্তানা কিনিয়া। তোমার কন্যারে আমি যাইব লইয়া॥
এইরূপে বিদায় মাগিয়া যাবে তুমি। যদি কিছু বলে তবে প্রবোধিব আমি॥
কথাবার্ত্তা হতে হয় রজনী প্রভাত। পশ্চিমে আকাশ কূলে গেল নিশানাথ॥

সদাগরের বিদায় প্রার্থনা ও রত্নকলার প্রবোধ।

শুন সবে বিবাদের কালামের বাণী। প্রচণ্ড তরঙ্গ সত্যপীরের কাহিনী॥
রজনী প্রভাতে শয্যা ত্যজে সদাগর। ডাকাতের সম্মুখে জুড়িল দুই কর॥
পাটন হইতে আসি লইয়া আস্তানা। তবে মোরা নিজ দেশে যাব দুইজনা॥
এত বলি সদাগর করিল প্রস্থান। তাপিত হইল বুড়া অনল সমান॥
রত্নকলায় ডাকাইয়া ক্রোধে বুড়া বলে। এতদিনে কুল কোঁড়া ডুবাইলি জলে॥
যখন বাসর গৃহে করিলে বিলম্ব। তখন জানিনু আমি প্রেমের তরঙ্গ॥
শুনি রত্নকলা কহে হরষ বিষাদে। আপনি হইলে বৃদ্ধ টাকাকড়ি সাধে॥
আগম জেনেছ তুমি নাহি জান মূল। অনর্থক পাকাইলে দাড়ি গোঁপ চুল॥
ধন নাহি কাছে সাধু যায় ত পাটনে। বাণিজ্য করিয়া ধন ভাণ্ডারেতে আনে॥
সোনার আস্তানা লয়ে ফিরিয়া আসিবে। তখনি বসিবে তারে কোথা বা সইবে
সোনার আস্তানা পাবে দ্বারেতে বসিয়া। চুড়ি দিব বধূ হাতে তাহা ভাঙ্গাইয়া
এত বলি সকলেরে প্রবোধ করিল। সকলেতে বলে রত্নকলা বলে ভাল॥
তবে কত দূরে গিয়ে সাধু বিদ্যাধর। হাঁপ ছেড়ে সদাগর ভাবেন ঈশ্বর॥
ইষ্টদেব কৃপাবলে আমার ললাটে। যমালয় হতে এলাম বুদ্ধির কপাটে॥
এত বলি সদাগর পাটনেতে যায়। ভেট দ্রব্য দিয়া আগে ভেটীল রাজায়॥
বহুদিন বিলম্ব করিয়া পাটনেতে। আস্তানা গঠন করে নিজ দেশে যেতে॥

স্বর্ণের আয়না তার স্বর্ণ চারি তীর। মধ্যখানে উঠানে পুজিবে সত্যপীর॥
প্রণমিয়া ভূপতিরে মাগিল বিদায়। মাণিক সফর ত্যজি সাধু দেশে যায়॥
মনে তোলাপাড় করি সদাগর বলে। ডাকাতের দ্বারে নাহি যাব প্রাণ গেলে
সতত আমার মন থাকে নিজ বাসে। শৃঙ্গধর রাজা আর নারীকে বিশ্বাসে॥
রমণীকে বিশ্বাস করিয়া ধন্বন্তরী। মন্ত্রণাতে বধিলেক তায় বিষহরি॥
নাহি গেলে সত্য মোর অবশ্য ভাঙ্গিল দেশে গেলে দান দিব ডাকিয়া কাঙ্গাল
প্রাণ যদি যায় তবু তথা নাহি যাব। অধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত দানেতে খণ্ডিব॥
সেই দেশ পশ্চাৎ করিল সদাগর। রাখিল দক্ষিণ দিকে ডাকাতের ঘর॥
ভ্রাতৃগণে ডাকি বলে আগমের স্বরে। সদাগর পলাইয়া যাইতেছে ঘরে॥
আমার বারতা যে বলিয়া দিবে তায়। ধরিয়া আনহ হেথা বণিক পলায়॥
তার ছয় ভাই বল এত কথা শুনি। মাথা ঝেড়ে বলে দিদি ভাল বল তুমি॥
মন্দিরে আনিয়া দিব না মারিলে তারে যেই দিকে যায় সাধু সেই দিকে ঘেরে
চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইল ডাকাইতগণ। সদাগর দেখে বলে নিকট মরণ॥
ছয় ভাই বলে সাধু মর মাথা খেয়ে। কোন্ মুখে যাও তুমি রমণী ছাড়িয়ে॥
যদি তোর নাহি ধন রমণী পালিতে। চিরদিন বসে খাও আমার বাটীতে॥
সাধু বলে সেই পথ হল বিস্মরণে। এই পথে আইলাম তব নিকেতন॥
ভাগ্যেতে হইল দেখা সঙ্গে সবাকার। চল ভাই কোন্ দিকে তোমার আগার
আগে পাছে ছয় ভাই মধ্যে সদাগর। এইরূপে চলিলেন ফাসরার ঘর॥

সফর হইতে সদাগরের প্রত্যাবর্ত্তন।

—:০:—

সাধুরে লইয়া সবে প্রবেশিল ঘরে। প্রণাম করিল গিয়া আপন শ্বশুরে॥
কোপে বলে সাধু বেটা অল্প বুদ্ধি তোর। ভাগ্যবশে তুই পুত্র না হইলি মোর
বণিকের পুত্র হয়ে কর হেন কাজ। রমণী ছাড়িয়া যাহ মুখে নাহি লাজ॥
যদি নাহি পার মোর কন্যারে পালিতে। চিরকাল থাক বাছা আমার বাড়ীতে
কপাট আড়ালে থাকি বলে রত্নকলা। শুন বাবা তুমি আর বল কত গুলা॥
এত বলি রত্নকলা সাধু করে ধরি। এস বলে গৃহে লয়ে চলিল সুন্দরী॥
খাইতে দিলেক তারে মিষ্ট দ্রব্য আনি। গোকুলে কানুরে যেন ভুঞ্জায় ভামিনী

ভোজন করয়ে সাধু বসি দুঃখ মনে। মোর কর্ম্মে বঞ্চিত বিধাতা এত দিনে॥
কর্পূর তাম্বুল ধনি দিল বাটা ভরি। গমন করিল চতুর্দ্দিকে আলো করি॥
কপাট দ্বারেতে গিয়া বসে সাবধানে। রত্নকলা আছে তথা সাধু নাহি জানে॥
অঙ্গ নাড়া দিতে হয় কঙ্কণের ধ্বনি। শব্দ শুনি উঠিয়া বসিল সাধুমণি॥
অন্তরে হইল ভয় রূপসীরে হেরি। আসিয়া পালঙ্ক পরে বসিল সুন্দরী॥

রত্নকলা ও সদাগরের প্রস্থান।

—— :০: ——

শুন সবে বিরাদিয়ে কাল্লামের রঙ্গ। সাধু বিদ্যাধর রত্নকলার প্রসঙ্গ॥
সাধু বলে শুন প্রিয়ে ৺ৎ আগে বলি। অপরাধ ক্ষমা কর চাহ মুখ তুলি॥
ভয় নাহি মহাশয় হয়েছ সিয়ানা। এখনি ভাঙ্গিতে পারি তোমার গরিমা॥
সাক্ষী হও চন্দ্র সূর্য্য দশ দিগপাল। আমার নাহিক দোষ তোমার কপাল॥
জেনে সত্য নষ্ট কৈলে আমার নিকটে নাহি জানি তোমার অদৃষ্টে কিবা ঘটে
প্রবল প্রচণ্ড মোর ছয় ভ্রাতৃগণ। পরাক্রমে একে একে পবন নন্দন॥
তুমি থাক আমি ২াই আসিব সকলে। আপনি করিয়ে সত্য আপনি ডুবিলে॥
ধর্ম্মে যার মতি থাকে না করে এমন। অধর্ম্মের প্রায় তুমি করিছ কারণ॥
যে জন রসিক হয় জানেন পীরিতি। এমন না করে কেহ ধর্ম্মে রাখে মতি॥
এত লজ্জা দিলে তুমি পলায়ন করে। কলঙ্কিনী পিতা মাতা বলে বারে বারে
সাধু বলে পলাইনু প্রাণের জন্যেতে। এই দোষ করিয়াছি তোমার সাক্ষাতে॥
স্ব অস্ত্র ধরিয়া তুমি আমারে বধহ। কেন ভ্রাতৃগণ হাতে মোরে সমর্পহ॥
অন্তরে হাঁসিয়া উঠে সাধু কথা শুনি। এইরূপে গত হয় অর্দ্ধেক যামিনী॥
রত্নকলা বলে তারে যুড়ি দুটী কর। চল দোঁহে পলাইয়া যাব স্থানান্তর॥
এসব কথাতে আর নাহি প্রয়োজন। শীঘ্রগতি চল দোঁহে করিব গমন॥
সাধু বলে এড়াইলে এ সঙ্কট পুরী। কার ভয়ে আ৷৷ তোমা ছাড়িব সুন্দরী॥
রত্নকলা বলে প্রভু এই যুক্তি স্থির। সিপাহী হইয়া দোহে হইব বাহির॥
এত বলি দুইজনে পরে জামা জোড়া অশ্বশালা হতে আনে পক্ষীরাজ ঘোড়া
ঢাল তরোয়াল লয় যেন বীরগণ। বর্দ্ধমান রাজ্যে যায় সুন্দর যেমন॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হল অবসান। হেনকালে দুইজন করিল প্রস্থান॥

মালিনীর ঘরে সদাগরের বন্দী কথন।

—:*:—

কৌতুকে চলিল সাধু সুন্দরীর সাথে। কনক মহেশপুরী রাখে বাম ভিতে॥
মথুরার ঘাটে যথা কুব্জা নারায়ণ। বামেতে সুন্দর পুরী লক্ষ্মীর ভবন॥
পাছে কেহ যেনে থাকে অযোধ্যা নগরে সে পথে না গিয়ে তারা চলিল উত্তরে
সাত পাঁচ ভাবি মনে সাধুর নন্দন। রত্নকলা মুখ হেরি বলেন বচন॥
শুন গো প্রেয়সি তোমায় বলি এক বাক্য। দিবসে লইতে তোমায় না হইব শক্য
হেথায় বিশ্রাম লও বসি সিন্ধু তীরে। আনিতে ভোজন দ্রব্য যাইব বাজারে
রজনী হইলে যাব না জানিবে কেহ। ক্ষণকাল তরুতলে বিশ্রাম করহ॥
বাজার করিয়া আমি আসি শীঘ্র গতি। তাবত এখানে তুমি হও স্থিরমতি॥
এতবলি সদাগর বাজারে প্রবেশে। পুষ্করিণী পাড়েতে মালিনী আসি বসে॥
গালভরা পান তার হীরা নাম ধরে। রসকেলী কথা কত কহে আঁখি ঠারে॥
রক্ত বস্ত্র পরে সাজি বাম করে ধরে। মূর্চ্ছিত হইল বামা দেখিয়া সাধুরে॥
মূর্চ্ছান্তে মালিনী কহে কোথা তব ধাম। গলাতে পরহ মালা চম্পকের দাম॥
এত শুনি সাধু বলে শুন রূপবতী। এ মালাতে মম মন নাহি হয় প্রীতি॥
মাল্য গলে দিতে মোর নাহি হল মন। আপনি গলাতে দিলে হইবে শোভন
এত শুনি মালিনী করিল হেট মাথা। হায় হায় কি করিলে নিষ্ঠুর বিধাতা॥
কিরূপেতে ভুলাইব এই সদাগরে। জোর না করিলে বুঝি ফাঁকি দেয় মোরে
উঠে পড়ে মালা দিল সাধুর গলাতে। জড়ি দিল মালা সঙ্গে সাধুর মাথাতে॥
এমনি বিধাতা তারে ঘটাল বিপাক। ব্যাধ জালে বন্দী যেন হয় পক্ষী ঝাঁক
কাঁদিয়া গারড় হল সাধু বিদ্যাধর। মালিনী লইয়া চলে আপনার ঘর॥
গারড়ে বাঁধিয়া রাখে গলে দড়ি দিয়া। আপনার গৃহ মধ্যে রাখে লুকাইয়া॥
সুকোমল দুর্ব্বাঘাস দেয় খাইবারে। এইরূপে মালিনী যে রাখে সদাগরে॥

রত্নকলার সিপাহী রূপে রাজদ্বারে স্থিতি।

—:০:—

শুন সবে বিরাদরে পীরের কালাম। পঞ্চবটী বনে সীতা হারাইল রাম॥
চিন্তা যেন হারাইয়া রাজা শ্রীবৎসরে। সেইরূপ রত্নকলা হারাল সাধুরে॥

চারি দণ্ড বেলা ছিল হল সন্ধ্যা কাল। রত্নকলা বলে আমার ভাঙ্গিল কপাল॥
হায় বলে রত্নকলা আগম মন্ত্র যত। পীরের মায়াতে সব হইল বিস্মৃত॥
দুই ঘোড়া সঙ্গে করি করিল গমন। রমনী বলিয়া নাহি জানে অন্যজন॥
সেই দেশে মহারাজা ভোজপতি রায়। উপনীত রত্নকলা তাঁহার সভায়॥
ঘোড়া হতে নামিয়া করিল নমস্কার। ভোজপতি বলে বাবা কি নাম তোমার
সিপাহী বলেন রাজা বাৎ শুন মেরা। ক্ষত্রবংশে জন্ম, হাম মল্ল দেশ ডেরা॥
বীরসিংহ বাবা মেরা জানেন সবায়। ও আদমীর লেড়কা হাম রণসিংহ রায়॥
চার ভাইয়া হামকু নেহি গণে এক সাথে। এ দেশমে আয়া হাম নকরীকা বাস্তে
এই দুনিয়াকা আপ রাজ রাজেশ্বর। আপকো দরগাসে রহেঙ্গে নৌকর॥
এত শুনি মহারাজ কৈল অঙ্গীকার। বেতন পঞ্চাশ টাকা করি দিল তার॥
দুই কাহন কড়ি দিল খরচ কারণ। রহিবার দিল এক দিব্য বাসস্থান॥
সূর্য্য উপবাসী বলে করিয়াছে পণ। দিবসেতে নাহি করে স্নানাদি তর্পণ॥
দ্বিপ্রহর রাত্রি হলে নিত্যকর্ম্ম সারে। বিহানে আবার দেয় জামা জোড়া পরে
এইরূপে কতদিন বসতি তাহার। গণ্ডারের ভয় হইল রাজ্যেতে সবার॥
বড় বড় বীর আছে তাঁহার রাজ্যেতে। মনে বড় ভয় হইল গণ্ডার জন্যেতে॥
রাজা বলে যে বধিবে ধরে অস্ত্র বাণ। তাঁরে মম চিত্রাবতী কন্যা দিব দান॥
ভয়ে কেহ নাহি উঠে পণ লইবারে। অবশেষে উঠিলেন রণসিংহ বীরে।
ঘেরিয়া চলিল সবে না চলে বাতাস। পীরের কৃপাতে হবে গণ্ডার বিনাশ॥

গণ্ডার বিনাশ কথন।

শুন সবে আনন্দেতে পীরের কৌশল। সাজিল রাজার সেনা সংগ্রামে অটল॥
চলে রণসিংহ বীর তারা যেন ছুটে। নিমিষেক উপনীত গণ্ডার নিকটে॥
তখন গণ্ডার ছিল গভীর নিদ্রিত। এক কোপে সে সংহারে করেন নিপাত॥
খড়্গ পুচ্ছ জিহ্বা লয়ে চাপিল ঘোড়ায়। কুবলিয়া বাঘ যেন মারে শ্যামরায়॥
অবশেষে সেনাগণ প্রহারে গণ্ডারে। খণ্ড খণ্ড মাংস লয়ে দিলেন রাজারে॥
অভিনব কাণ্ড দেখি রাজা করে চিন্তা। সামান্য সৈনিক হবে রাজার জামাতা
এই কন্যা বরণ করিয়া দিব কারে। ইহার উপায় মন্ত্রী কহ না আমারে॥

মন্ত্রী বলে শুন রাজা আমার বচন। খড়্গা পুচ্ছ জিহ্বা দেখাইবে যেই জন ॥
তারে তব কন্যাদান করিবে আপনি। এই বাক্য ঘোষণা করহ রাজা তুমি ॥
মহারাজা বলে মম সত্য বাক্য এই। হেনকালে উপনীত হইল সিপাহী ॥
খড়্গা পুচ্ছ জিহ্বা দিয়ে করিল সেলাম। আপন পোষাক রাজা করে তারে দান
এই জনে তনয়া করিব আমি দান। সিপাহী বলেন রাজা কর অবধান ॥
দ্বাদশ বৎসর মোর উমাব্রত আছে। পূজা শেষ হলে বর মাগি লব কাছে ॥
এইমত পূজা আমি করি হরগৌরী। ব্রত পূর্ণ হলে আমি বিভা হতে পারি ॥
উত্তম দেউল এক করি দেহ মোরে। ব্রাহ্মণ দেবতা পূজি কর্ম্মে কিবা করে ॥
রণজিৎ বাক্যে রাজা পরিতুষ্ট হয়। উত্তম করিয়া রাজা দেউল নির্ম্মায় ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সেবা করয়ে যুবতী। কতদিনে পাব তারে চিন্তান্বিত মতি ॥
আহা মরি প্রাণনাথ গেল কোন দেশে। পীরের কাল্লামে ধনী পাবে অবশেষে

বিদ্যাধরের জন্য রত্নকলার খেদ।

——:০:——

শুন সবে বিরাদরে পীরের কাল্লাম। পাকদীল্লি উসল পদে হাজার সেলাম ॥
বোলবাসা ফতে হয় বিপত্তি খণ্ডায়। ভকত জনার বন্ধু পীর কৃপাময় ॥
রত্নকলা একমনে পূজে হরগৌরী। হারাধন পাবে কবে ভাবেন সুন্দরী ॥
পাতালেতে জম্বুবতী জম্বুর তনয়া। হরগৌরী পূজে যেন কৃষ্ণের লাগিয়া ॥
সত্রাজিত রাজার তনয়া সত্যভামা। শ্রীকৃষ্ণকে বাঞ্ছা করি পূজে ত্রিনয়না ॥
সেইমত রূপবতী সাধুর কারণে। নিয়মিত সেবা করে দেবতা ব্রাহ্মণে ॥
এক মাস গত হল এমন প্রকারে। রত্নকলা বলে কেন না পাই স্বামীরে ॥
শয়নে ভোজনে তাঁরে বিস্মরিতে নারি। কতদিনে পাব আমি পূজি হরগৌরী
মোরে বিধি বাম হ'ল বলেন সুন্দরী। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে যেন ভানুর কুমারী ॥
এইরূপে কত শত প্রবল ভাবনা। কিরূপেতে কোথায় আছে না পায় ঠিকানা
হায় বিধি হেন নিধি পাব কতদিনে। কি করিব কোথা যাব স্বামীর বিহনে ॥
দ্বিগুণ হইল শোক রূপসীর চিত্তে। অন্ন জল ত্যাগ করি বসে হেট মাথে ॥

রত্নকলার জন্য বিদ্যাধরের খেদ।

——:০:——

শুন সবে পীরের কাল্লাম বিরাদরে। স্বামী হারাইয়া রামা আকুল অন্তরে॥
এরূপ কষ্টেতে কেহ না রহে জীবিত। শুন সবে সাধুর দুঃখের হকিয়ত॥
মালিনীর নিকেতনে সাধু বিদ্যাধর। নিশিতে মানুষ করে দিবসে গারড়॥
গারড় হয়েছে সাধু মালিনী প্রতাপে। নল রাজা যেন দুঃখ পায় অভিশাপে॥
কতদিন সাধু সঙ্গ আলাপ কারণ। নব দেহ দিল সাধুর পুলকিত মন॥
সাধব বলেন তুমি বলগো সুন্দরী। দ্বাদশ বৎসর আমি পুজি হরগৌরী॥
যতদিন নাহি হয় বাসনা পূরণ। ততদিন রমণী না করি পরশন॥
ব্যস্ত নাহি হও চিন্তা না করিহ আর। মনোবাঞ্ছা পূরাইব শেষেতে তোমার॥
কিন্তু এক বৃত্তান্ত বলহ তাহা শুনি। রাজপাটে কেন হয় পটহের ধ্বনি॥
কোলাহল করিয়া চলিছে সর্ব্বজন। নিরন্তর যেতে তথা বাঞ্ছা করে মন॥
কোনখানে কিবা কথা কি দেখিবে গিয়া। মালিনী বলেন তুমি গারড় হইয়া॥
সাধু বলে মানুষ করিয়া লও সাথে। প্রাণ গেলে তোরে আমি না ভুলিব চিত্তে॥
সাধুর বচন শুনি উপজিল দয়া। সঙ্গেতে লইয়া গেল মানুস করিয়া॥
আঁচলে আঁচল বেঁধে লয়ে গেল সাথে। অলক্ষিতে বসাইল ঈষান কোণেতে॥
নাট্য গীতে থাকে তথা মালিনীর মন। বিচ্ছেদ অনলে পুড়ে সাধু সুত মন॥
ঈশ্বর ভাবনা করে প্রাণের আকুলে। হায় গো সুন্দরী রামা মোরে বিস্মরিলে॥
দারুণ দুঃখের কথা কি বলিব আর। বিধাতা বিচ্ছেদ কৈল কপাল আমার॥
বাড়িল দ্বিগুণ শোক সাধুর চিত্তেতে। অন্ন-জল নিবারিয়া বসে হেট মাথে॥
পীর বিনোদিয়া বলে ভাবিলে কি হবে। ধৈরজ ধরহ চিত্তে অবশেষে পাবে॥
তোমা হ'তে আমার কপালে এত দুঃখ। সত্যপীর বলে আর না হও বিমুখ॥

সাধুর উদ্দেশ্য পাইয়া রত্নকলার আনন্দ।

——:০:——

শুন সবে বিরাদরে কাল্লামের বাণী। রমণী হারায়ে সাধু আকুল পরাণী॥
অবিরত মনে কত চিন্তা যে অপার। কতদিনে দেখা তব পাব পুনর্ব্বার॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সাধু লিখিলে দেউলে। শুন প্রিয় যেবা ছিল আমার কপালে॥

তোমারে বসায়ে আমি গেলাম বাজারে মালিনী গারড় কৈল ঔষধে আমারে
কালিয়া গারড় রূপে দগধে পরাণ। সেই দুঃখ অন্তরের অগ্নির সমান ॥
মৃত্তিকার ভাণ্ডেতে খাইতে দেয় জল। শুন গো সুন্দরী মোর কপালের ফল ॥
তুমি সুখে ভোগ কর বসে রাজপাটে। দ্বিগুণ দারুণ কষ্টে মোর প্রাণ ফাটে ॥
আগম চিন্তিয়া তুমি না করিলে মনে। বিনা দোষে দাও দুঃখ কিসের কারণে
একবার সত্য নষ্ট করেছিনু আমি। প্রায় বুঝি তাহার বদল কৈলে তুমি ॥
তাহা মনে করিয়া উদ্ধার না করিবে। শুন গো প্রেয়সী তব ধর্ম্ম কি সহিবে ॥
মর্ম্মেতে মারিয়া বাণ করিল লিখন। পুনর্ব্বার গেল সাধু মালিনী ভবন ॥
রত্নকলা গেল হেথা শয়ন গৃহেতে। শয্যা ত্যজি চলিলেন রজনী প্রভাতে ॥
দেউলের চারিভিতে করি নিরীক্ষণ। ঈশানের কোণে দিব্য রয়েছে লিখন ॥
লিখন পড়িয়া উল্লাসিত হল ধনী। সীতাদেবী পায় যেন রামের নিশানি ॥
শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ দিল উদ্ধবের হাতে। শুনি উল্লাসিত হল রাধিকার চিত্তে ॥
হরষ হইল বড় রত্নকলার মন। মৃত দেহে প্রাণ যেন পাইল তখন ॥
লিখন পড়িয়া সব জানিল সুন্দরী। কত কষ্ট পায় সাধু আহা মরি মরি ॥
আগম যদ্যপি মোর হইত স্মরণ। এত কষ্ট পায় সাধু মালিনী ভবন ॥
তোমারে কি দিব দোষ বিধাতা বঞ্চিত নহিলে কপালে কেন এ দুঃখ থাকিত
এত বলি তথা হতে চলিল সুন্দরী। রাজার নিকটে বসে যোড়হাত করি।
উষা ব্রত পূর্ণ হল এই মাত্র থাকে। কালিয়া গারড় রাজা এনে দেহ মোকে
শুন সবে একমনে সত্যপীর লীলা। সাধুকে উদ্ধার করে রামা রত্নকলা ॥
পূর্ব্বে যেন যুধিষ্ঠির পাশাতে হারিয়া। সভা মধ্যে থাকে তারা দাসত্ব হইয়া ॥
দ্রৌপদী আসিয়া সবে করিল উদ্ধার। ভারত পুরাণে ব্যাস করেছে প্রচার ॥
তদ্রূপ উদ্ধার করে থাকি রাজদ্বারে। হেথায় আছয়ে সাধু মালিনীর ঘরে ॥
গারড়ের জন্য রামা উৎকণ্ঠিত মন। আসিয়া রাজার কাছে করে নিবেদন ॥
কোটালে ডাকিয়া রাজা তখন বলিল। কৃষ্ণবর্ণ ছাগ এক আনিতে হইল ॥
রাজাজ্ঞা পাইয়া কোটাল চলিল সত্বর। ভ্রমণ করিল তারা দেশ দেশান্তর ॥
পাণ্ডবেরে অন্বেষিতে রাজা দুর্য্যোধন। পূর্ব্বে যেন দূতগণ করিল প্রেরণ ॥
সেইরূপ মহারাজ দূত পাঠাইল। প্রতি গ্রামে প্রতি ঘরে সকলি খুঁজিল ॥
কোথাও না পাই লোক কালিয়া গারড় বার্ত্তা দিল তারা আসি রাজার গোচর
বার্ত্তা শুনি চিন্তান্বিত হইল রাজন। রত্নকলা ডাকি তবে বলেন বচন ॥

ইহা শুনি রত্নকলা বলেন হাসিয়া। মালিনী সহিতে ছাগ আনহ বাঁধিয়া॥
আজ্ঞা পেয়ে ধাইলেক কোটালিয়াগণ। উপনীত হইল সবে মালিনী ভবন॥
লঙ্কার দুর্দ্দশা যেন কৈল হনুমান। তদ্রূপ হাঙ্গামা করে মালিনী ভবন॥
লইলেক মালিনীকে গারড় সহিতে। উপনীত হইলেক রাজার সাক্ষাতে॥
রত্নকলা বলে ক্রোধে তার বিদ্যমানে। গারড়ে মানুষ কর যদি সাধ প্রাণে॥
সকলে হইল স্তব্ধ এই কথা শুনি। ছাগল মানুষ হবে কখন না জানি॥
রণসিংহ বলে রাজা বিলম্ব করহ। ছাগল মানুষ হবে নিশ্চয় জানিহ॥
মালিনী উপরে মারে দোহাতিয়া বাড়ী। ছটপট করে হিয়া ভূমিতলে পড়ি॥
মানুষ করিল তারে চৈবনের আশে। দূর হইল ছাগমূর্ত্তি মাথা জড়ি খসে॥
নিজ রূপ ধরে যবে সাধুর কুমার। রত্নকলা হইলেক আনন্দ অপার॥
রমণী সিপাহী বেশে কেহ নাহি জানে। পাণ্ডব তনয় যেন বিরাট ভবনে॥
বিদ্যাধর মুখ হেরি মহারাজা বলে। কৃষ্ণবর্ণ ছাগ তুমি কি প্রকারে হলে॥
সাধু বলে শুন রাজা দুঃখের আখ্যান। পীরের কৃপায় হল দুঃখ অবসান॥

রাজার কন্যাদান।

সাধু বলে শুন রাজা দুঃখের কাহিনী। পিতৃ পুণ্যে দেখিলাম চরণ দুখানি॥
তোমার আজ্ঞায় যাই আস্তানা আনিতে। মনোহরফাসরার দ্বারে ছিলাম বন্দীতে॥
তাহার তনয়া সঙ্গে হইলেক প্রীতি। বাঁচাইল মোর প্রাণ এই রূপবতী॥
সোনার আস্তানা আনি পাটন হইতে। দেশের নিকটে পাইনু এরে লয়ে সাথে॥
বসাইয়া তরুতলে গেলাম বাজারে। ঔষধেতে মালিনী গারড় কৈল মোরে॥
এত শুনি কোপে আজ্ঞা দিল নৃপমণি। মারণের ঘায়ে তবে মরিল মালিনী॥
কৃষ্ণ যেন স্তন পানে বধিল পুতনা। সেইরূপ নদীতটে ফেলে রাজসেনা॥
মালিনীকে বধ করি সাধুরে লইয়া। আপন আনন্দ মনে উত্তরিল গিয়া॥
রন্ধন সামগ্রী তবে দিলেন সাধুরে। অন্তঃপুরে চলিলেন ভোজনের তরে॥
আহ্নিক সারিয়া রাজা বসিল ভোজনে। রত্নকলা বসে তথা চিত্রাবতী সনে॥
অর্দ্ধেক ভোজন যবে কৈল নরনাথ। দু ভগ্নী সাক্ষাতে তবে করে যোড়হাত॥
নিবেদন শুন রাজা তুমি ধর্ম্মপিতা। আপন তনয়া বলি জানিবে সর্ব্বথা॥

নিজ কন্যা হতে কৃপা করিবে আমারে। মোরে আর তব কন্যা দাও সদাগরে॥
তবে ধর্ম্ম রক্ষা হয় শুন মোর বাণী। সদাগর সঙ্গে সত্য জানিলে আপনি॥
শুনি রাজা ভোজপতি হল চমৎকার। বিবাহ আরম্ভ শীঘ্র করিল দোঁহার॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজা আনে নিমন্ত্রণে। শুভ অধিবাস করিবেক শুভক্ষণে॥
আম্রশাখা ঘট বেদী করিল স্থাপন। তার মধ্যে দুই কন্যা করে সমর্পণ॥
কন্যাদান করে রাজার বাড়িল কৌতুক। প্রবাল মাণিক্য আদি দিলেন যৌতুক॥
বর কন্যা লয়ে গেল পুরীর ভিতরে। স্ত্রীগণ স্ত্রী আচার করে অন্তঃপুরে॥
স্ত্রী আচার সাঙ্গ করি করিল ভোজন। কর্পূর তাম্বুল দিল মুখের শোধন॥
পুষ্পবাসে তিনজন করিল শয়ন। চিত্রাবতী হইলেক নিদ্রায় মগন॥
বিদ্যাধর মুখ চেয়ে রত্নকলা বলে। মনেতে না ছিল সাধু দেখা পাব বলে॥
কহ প্রভু তোমার দুঃখের আদ্যোপান্ত। নারায়ণ নাম নিলে না ধরে কৃতান্ত॥

রত্নকলা ও সাধুর নিজ গৃহে গমন।

—:০:—

ধরিয়া সাধুর গলা রত্নকলা বলে। কৃষ্ণবর্ণ ছাগ হয়ে কত কষ্ট পেলে॥
সাধু বলে রূপবতী কি বলিব আর। কপালের ফলাফল ফলিল আমার॥
তোমারে রাখিয়া গেলাম বাজারের তরে। ঔষধেতে মালিনী ছাগল কৈল মোরে॥
দিবানিশি দড়ি দিয়া রাখে পাটাতলে। অন্ন বলে নাহি জানি দুর্ব্বাঘাস গিলে॥
শুন গো প্রেয়সী মম কপালের ফল। গর্ত্ত মেরে ভূমিতে খাইতে দেয় জল॥
সত্য নষ্ট করেছিনু তোমার সাক্ষাতে। সেজন্য পাইনু কষ্ট মালিনী গৃহেতে॥
রত্নকলা বলে প্রভু আহা মরি মরি। প্রাণ গেলে আমি তাহা মনে নাহি করি॥
কারো দোষ নাহি মম কর্ম্মের লিখন। এবারেতে দুইজনে হইল মিলন॥
এইরূপে স্বামী বসে রজনী প্রভাত। শয্যা ত্যজি বলে সাধু রাজার সাক্ষাৎ॥
সোণার আস্তানা দিয়া মাগিল বিদায়। মহারাজ আনন্দে সাজায় জামাতায়॥
নানাবিধ অলঙ্কার বসন ভূষণ। দুই কন্যা সাজাইল রাজার নন্দন॥
সাধুকে বিদায় দিয়ে ভোজপতি রায়। সোণার আস্তানা পেয়ে পূজেন খোদায়॥
আর সব দণ্ডীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। পীর পূজা আড়ম্বর সবে আনন্দিত॥
বাঁচা পাকা শিরণি করি সুগৃহবাসে। করিল পীরের পূজা মনের হরষে॥

ঘোর ঘটা আড়ম্বর দুন্দুভী বাজনা। শঙ্খ হুলাহুলি দেয় যতেক অঙ্গনা॥
পীর পয়গম্বর পূজে রাজার ভবনে। কিঞ্চিৎ করিল দৃষ্টি নয়নের কোণে॥
যেবা গায় যেবা শুনে পীরের কালাম। সিদ্ধ হয় মনস্কাম পূর্ণ হয় কাম॥
সবে বল হরি হরি হয়ে আনন্দিত। কবি বলে এই স্থানে পূর্ণ হল গীত॥

সাধুর নিজ নিকেতনে সত্যনারায়ণ পূজা।

—:০:—

উপনীত হইল সাধু নিজ নিকেতনে। প্রণাম করিল গিয়া জননী চরণে॥
পুত্রবধূ দেখি বুড়ি হৈল আনন্দিত। কম্বল আসন পরে বসায় ত্বরিত॥
দুই কন্যার দক্ষিণে বসিল সাধুজনা। ভোজন করিল সাধু ক্ষীর খণ্ড ছানা॥
এইরূপে দুইজনে রজনী বঞ্চিয়া। প্রভাতে উঠিল দোঁহে শ্রীহরি স্মরিয়া॥
সাধু বলে শুন প্রিয়ে বলিগো তোমারে। করিব পীরের পূজা আপন মন্দিরে॥
দুগ্ধ গুড় আটম্বর পান পুষ্প চুয়া। চিনি মণ্ডা সন্দেশ দিলেন সওয়া সওয়া॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে আনিল ডাকিয়া। ইষ্ট মিত্র বন্ধুগণে আনে নিমন্ত্রিয়া॥
প্রজাগণে ডাকাইয়া বসায় আসনে। সত্যপীর পূজিলেন বিধির বিধানে॥
ভূমিতে পাতিল বেদী তার পীড়া বাস। ছুরি কি কাটারী তাতে খড়্গ চক্রহাস
সওয়া সওয়া পান গুয়া দিলেন ধরিয়া। পীর পূজা করে সাধু দেব আরাধিয়া॥
উর্দ্ধমুখে পূজা করে সত্যনারায়ণ। পূর্ব্বমুখে বসাইল ইষ্ট মিত্রগণ॥
পূজা সাঙ্গ করি সবে প্রণাম করিল। পূজার প্রসাদ সবাকারে বেঁটে দিল॥
প্রসাদের শেষে সবে খাইল শীরণী। সাধুকে করিল কৃপা পীর চূড়ামণি॥
প্রসাদ খাইয়া সবে চলে গেল ঘরে। সত্যপীর চলিলেন মোকাম সহরে॥
আনন্দেতে হরিধ্বনি কর এক প্রাণ। খোদার কৃপায় হবে সর্ব্বত্র কল্যাণ॥

সমাপ্ত

IMPERIAL LIBRARY

কাঁথি

সৌহার্দ্দ প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকাবলী।

——:০:——

অক্রূর— ৶০
অর্জ্জুনগীতা— ।০
অনন্ত ব্রত—/০
আকন্দ— ৴১০
আখেটী পালা /৫
উষাহরণ— /০
একাদশী মাঃ ৶০
একাদশী-ব্রত /০
ওলাউঠা চিঃ—/০
কপিলামঙ্গল—/৫
কপিলমাহাত্ম্য /৫
কংশবধ— ৴১৫
কংশের জন্ম—/০
কার্ত্তিক মাঃ—৷৵০
গঙ্গামাহাত্ম্য—৷০
গঙ্গাসাগর মাঃ /০
গঙ্গাস্তুতি— /০
গণিত-সূত্র—৵০
চন্দ্রনেশ্বর—/১০
চোরকেলী—৴১৫
জলকেলী— ৴১৫
জন্মাষ্টমী— ৴১৫
টিকাভাগবত /৫
ত্রিনাথমেলা /০
দেউলতোলা—৶০
দারুব্রহ্মগীতা—/১০
দুর্গাষ্টমী— ৴১০
দুর্গোৎসব—৴১০
ধ্রুবস্তুতি— ।০
ধনাচণ্ডাল— /৫
ধাঁধা— /০
নলনীল—/১০
নাগবল্লীব্রত ৴১০
নাবকেলী— /০
নিমাইসন্ন্যাস ৶০
নৃসিংহ চতুঃ /০
পঞ্চক ব্রত—।/০
পীরের জন্ম—/৫
প্রসূতি-মঙ্গল /০
বর্ণবোধ— ৴১০
বর্ণপরিচয় ১ম /০
বামন জন্ম— /০
বাঘাম্বর— /১০
বিশ্বরূপ দর্শন /০
বেদবতী—/০
ব্যাসদেব জন্ম ৴১০
বৈশাখ মাঃ—।০
ভিক্ষুগীতা— ৴১৫
মতিলাল— /১০
মনোহর কাঃ /১০
মথুরামঙ্গল— ।০
মহাভারত আদি—৶০
মাঘমাহাত্ম্য— ।৵০
মোহমুদগর— ৴১০
যদুবংশ ধ্বংস— /১০
রত্নাবতী পালা—/১০
রাসলীলা— /১০
রাসেশ্বরী পালা—/৫
রামনবমী ব্রত— ৴১০
রাইদামোদর— ৴১০
বৃহৎ রাধাষ্টমী— /১০
ছোট রাধাষ্টমী—৴১০
রুক্মিণীহরণ— /০
ললিতা সপ্তমী— /০
লক্ষ্মী-ব্রতকথা— /০
লক্ষ্মী পুরাণ— ৵০
লক্ষ্মীভাণ্ডার— ৴১০
শশীধর পালা— /১০
শিবচতুর্দ্দশী— ৴১০
শুকদেব জন্ম— ৷৵০
শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম— ৴১৫
শ্রীমদ্ভাগবদগীতা—।০
ষষ্ঠীমঙ্গল— ৶০
সত্যধর্ম্ম— /০
সারদামঙ্গল— ৶০
সুগন্ধিকা হরণ—/১০
হরিণীস্তুতি ৴১০

পাইকারীগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।